Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে জাতীয় নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন:নারীর অধিকার কোথায় দাড়িয়ে

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা:ফারজানা আক্তার ফারা

রোলঃ 23090121526

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে জাতীয় নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন:নারীর অধিকার কোথায় দাড়িয়ে

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা:ফারজানা আক্তার ফারা

রোলঃ 23090121526

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশে জাতীয় নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন:নারীর অধিকার কোথায় দাড়িয়ে " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসা:ফারজানা আক্তার ফারা, আইডিঃ 23090121526 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বাংলাদেশে জাতীয় নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন:নারীর অধিকার কোথায় দাড়িয়ে " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ফারজানা আক্তার ফারা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মোসা:ফারজানা আক্তার ফারা

আইডিঃ 23090121526

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা-.....5

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-.....5

অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনা-.....7

মূল শিক্ষা ও প্রাপ্তি- 13

উপসংহার: 14

তথ্যসূত্র:.....14

ভূমিকা-

নারীর অধিকার বলতে একজন নারীকে সমাজে সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে জীবন পরিচালনা করতে পারাকে বোঝায়।ইসলাম ধর্মে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার দেওয়া হয়েছে,যা জাহেলিয় যুগের অবমাননার বিপরীতে একটি বিপ্লব ছিলো।ইসলাম নারীকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে সম্মান দিয়েছে,যেমন মা হিসেবে দিয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেছে।পবিত্র কুরআনে নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে আলাদা সূরা (সূরা-নিসা) নাযিল হয়েছে।

বাংলাদেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের ইতিহাসে ১৯৮৪ সালে CEDAW অনুসমর্থন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক,যা পরবর্তীতে ১৯৯৭ ও ২০১১ সালে যথাক্রমে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে আরও সুসংহত রূপ লাভ করে। এইসব নীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিলো নারী জীবনে সকল বৈষম্য দূর করে নারী অধিকার নিশ্চিত করা।কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য কোনো পদক্ষেপই যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-

বাংলাদেশ জাতীয় নারী কমিশন বা জাতীয় নারী উন্নয়ন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত বিস্তৃত এবং বহু-মাত্রিক।এর লক্ষ্য নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন করা। এর মধ্যে CEDAW সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং বৈষম্যমূলক আইনগুলো সংস্কারের সুপারিশ করা অন্তর্ভুক্ত।রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামিক দৃষ্টিতে নারী অধিকারের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো সাধারণত তিনটি কেন্দ্রীয় ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত: তাকওয়া, ইনসাফ, এবং হিফাজত। বাংলাদেশ জাতীয় নারী কমিশনের কিছু উদ্দেশ্য যেমন বৈষম্য দূর করা,নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি এগুলো ইসলামের ইনসাফ ও হিফাজতের সাথে মিল রাখে।

কিন্তু বাংলাদেশ নারী কমিশনের প্রস্তাবিত কিছু নীতিমালা যেগুলো সরাসরি ইসলামের বিধান ও আইনের সাথে সাংঘর্ষিক যেমন-

- **উত্তরাধিকারের সমানাধিকার:**
    - **কমিশনের প্রস্তাব:** সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমান অংশ নিশ্চিত করা।
    - **ইসলামী আপত্তি:** ইসলামে উত্তরাধিকার (ফারায়েজে) সাধারণত পুরুষ নারীকে ১:২ অনুপাতে পায়। ইসলামী স্কলারদের মতে, এটি বৈষম্য নয়,বরং ভারসাম্য, কারণ ইসলামে পুরুষের ওপর স্ত্রীর ভরণপোষণ ও সম্পদের সুরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে, যেখানে নারীর উপার্জিত অর্থে কারো অধিকার নেই। এই বিধান পরিবর্তন করলে ইসলামের মৌলিক পারিবারিক অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল হবে।
- **অভিন্ন পারিবার:**
    - **কমিশনের প্রস্তাব:** ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি আইন প্রণয়ন করা।
    - **ইসলামী আপত্তি:** বিবাহ, তালাক, দেনমোহর ও উত্তরাধিকারের মতো বিষয়গুলো ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অভিন্ন আইন প্রবর্তন করা হলে মুসলিম পারিবারিক আইনের মূল ভিত্তি (শরীয়াহ) বাতিল হয়ে যাবে, যা ধর্মীয় স্বাধীনতার লঙ্ঘন।
- **পর্দা ও পোশাকের বিষয়ে নীরবতা:** কমিশন নারীর সুরক্ষা নিয়ে কাজ করলেও, পর্দার মতো বিষয়কে তারা গুরুত্ব দেয় না বা প্রগতিশীলতার পথে বাধা হিসেবে দেখে। ইসলামী স্কলারদের মতে, পর্দা ও শালীনতা হলো নারীর সম্মানের মৌলিক রক্ষাকবচ।একজন পর্দানশীল নারীকে তারা হেয় করে দেখে,স্কুল কলেজ এমনকি ইউনিভার্সিটিতেও নারীকে পর্দার জন্য জবাবদিহি করতে হয়।পর্দা নারীর সম্মানের বস্তু অথচ স্যাকুলার সমাজ পর্দাকে জঙ্গি ট্যাগ লাগিয়ে মুসলিম নারীদের প্রতি মুহূর্তে হেনস্তা করছে।অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে যদি দেখি তাহলে দেখা যায় একজন নারী পর্দার মাঝে থাকলে কতটুকু নিরাপদে থাকে।ইসলামে নারীকে পর্দা করে

সবকিছুই করার অধিকার দিয়েছে।কিন্তু নারী কমিশনার ভাবে পর্দা নারী উন্নয়নের পথে বাঁধা।

ইসলামিক দৃষ্টিতে নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা হলো তারা শরীয়াহ আইন থেকে বিচ্ছিন্ন এমন সমাধান প্রস্তাব করে, যা দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামোতে চ্যালেঞ্জ করে। ফলে প্রতিষ্ঠানটি সমাজের এক বড় অংশের অবিশ্বাস ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়, যা তাদের সামগ্রিক কার্যকারিতাকে সীমিত করে দেয়।

অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনা-

অধ্যায়-১কমিশনের সীমাবদ্ধতা

নারী কমিশন যখন পশ্চিমা উদারনৈতিক নারীবাদী আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সম্পূর্ণ সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তখন তা ইসলামের ন্যায়ভিত্তিক অধিকার এর ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

- **বিস্তারিত:** ইসলাম বলে যে নারী ও পুরুষ আধ্যাত্মিকভাবে সমান হলেও, তাদের শারীরিক, মানসিক ও পারিবারিক দায়িত্ব ভিন্ন। তাই তাদের জন্য আইন ও অধিকারও ভিন্ন হতে পারে (যেমন: ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার)। কমিশন এই ভিন্নতাকে 'বৈষম্য' হিসেবে দেখে বাতিল করতে চায়, যা ইসলামিক চিন্তাবিদদের কাছে অগ্রহণযোগ্য।

- **দায়িত্বের প্রতি উদাসীনতা:** কমিশন যখন সম্পত্তিতে সমানাধিকার দাবি করে, তখন তা পুরুষের ওপর থাকা অর্থনৈতিক দায়ভার যেমন-স্ত্রীর ভরণপোষণ, মোহর,সন্তানদের খরচ উপেক্ষা করে। ইসলামী দৃষ্টিতে, শুধু অধিকার নিয়ে কথা বলা এবং দায়িত্বকে বাদ দেওয়া—এটি এক ধরনের অসম্পূর্ণ ন্যায়বিচার।

অধ্যায়-২আইনি ও বিধানগত সীমাবদ্ধতা:

কমিশনের কিছু সুপারিশকে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর বিধানের লঙ্ঘন হিসেবে দেখা হয়।

- উত্তরাধিকারের বিধি পরিবর্তন: কুরআনে উত্তরাধিকারের বিধান সুস্পষ্টভাবে (Surah An-Nisa, 4:11-12) নির্দিষ্ট করা আছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, এই বিধান পরিবর্তন করার অধিকার কোনো মানব রচিত আইন বা কমিশনের নেই। একে ঐশ্বরিক আইনের লঙ্ঘন হিসেবে দেখা হয়।

বহুবিবাহের ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা: শরীয়াহ শর্তসাপেক্ষে বহুবিবাহের অনুমতি দিলেও, কমিশন যখন এটিকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করে, তখন স্কলাররা বলেন যে এটি কুরআন দ্বারা অনুমোদিত একটি বিধানকে অস্বীকার করা। তাদের মতে, এর অপব্যবহার বন্ধ করা উচিত, কিন্তু বিধানটিই বাতিল করা উচিত নয়।

অধ্যায়-৩. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা: সুরক্ষা বনাম উগ্রবাদ

ইসলামী দলগুলো মনে করে, কমিশন নারীর সুরক্ষার চেয়ে স্বাধীনতার ওপর বেশি জোর দেয়,কারণ

- পর্দা ও শালীনতার বিষয় এড়ানো: ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পর্দা বা শালীনতা একটি মৌলিক রক্ষা কবচ। কিন্তু কমিশন এই বিষয়গুলোকে আধুনিক প্রগতিশীলতার পথে বাধা হিসেবে দেখে। ফলে ইসলামী দলগুলো মনে করে, কমিশন নারীর নিরাপত্তা নিয়ে নয়, বরং তাকে ইসলামী সামাজিক কাঠামো থেকে দূরে সরাতে চাইছে।
- পরিবার প্রথার ভাঙন: অভিন্ন পারিবারিক আইন বা বৈবাহিক ধর্ষণের মতো বিষয়কে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাবকে ইসলামী স্কলাররা পারিবারিক স্থিতিশীলতা ও বন্ধন নষ্ট করার একটি কৌশল হিসেবে দেখেন। তারা আশঙ্কা করেন যে, এর ফলে পরিবারে কলহ ও অবিশ্বাস বাড়বে।

অধ্যায়-৪ শরীয়াহ-ভিত্তিক সমাধান এড়ানো:

কমিশনের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো— তারা শরীয়াহ্ আইনের ভেতরে থেকেই প্রগতিশীল ব্যাখ্যার মাধ্যমে আইন সংস্কারের পথ খোঁজে না। তারা সরাসরি

শরীয়াহ্-এর বাইরের সমাধান প্রস্তাব করে, ফলে সংঘাত আরও বাড়ে।এবং শরীয়াহর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক এমন সব প্রস্তাব পেশ করে।

অধ্যায়-৫ রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা:

রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা বলতে বোঝায়, সরকার বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল নারী কমিশন বা অধিকার কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো সক্রিয়ভাবে বা দ্রুততার সাথে আইনে পরিণত করতে বা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হওয়াকে।

সরকার নারী কমিশনকে একটি প্রতীকী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মহলে তাদের প্রগতিশীল ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টা করে, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নেয় না।সরকার CEDAW বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার কাছে নিজেদের প্রগতিশীল প্রমাণ করার জন্য কমিশনকে সুপারিশ তৈরির অনুমতি দেয়। কিন্তু সেই সুপারিশগুলো যখন দেশের ভেতরের সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে যায়, তখন সরকার কেবল কাগজ-কলমের কাজ সম্পন্ন করে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

অধ্যায়-৬ পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রভাব:

আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরেও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা বিরাজ করে। এই আমলারা নারী কমিশনের প্রগতিশীল সুপারিশগুলোর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ দেখান না, ফলে প্রক্রিয়া ধীরগতিতে চলে।

অধ্যায়-৭ ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার:

ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্চিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অধিকার হারা জাতি। সে সময় নারীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বাজারের পণ্য হিসাবে গণ্য করা হতো। সেই সময়ে নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হতো না এবং তাদের কোন সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হতো। সে যুগে নারীদেরকে মনে করা হতো দাসী এবং ভারবাহী পশু হিসাবে। যাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। তারা কন্যা সন্তান জন্মকে লজ্জাজনক মনে করে স্বীয় নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠিত হতো না। তাদের এমন বিবেক বর্জিত কর্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ،ْ

‘আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল’? *(তাকভীর ৮-৯)*।

অথচ মহান আল্লাহ ইসলাম ধর্মে নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। নর-নারীর সমন্বয়েই মানব জাতি। নারী জাতি হলো মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। আল্লাহ তা‘আলা নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মানব জীবন পরিচালনার জন্য পারস্পরিক সহযোগী করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখেনি। বরং ইসলামের আগমনেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করা হতো এবং মানুষ হিসাবে তাদের কোন মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হতো না, তখন ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن ۖ

‘তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক’ *(বাক্বারাহ ১৮৭)*।

অধ্যায়-৮বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

বর্তমান বিশ্বেও নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হতে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার আসন দিয়েছিলো পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ণ করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃংখলে বন্দী করে ফেলেছে।

পাশ্চাত্যবাদীরা পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদেরকে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধনতন্ত্রবাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছে।এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারী জাতির প্রতি দিন দিন

অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।নারী অধিকারের নামে নারীকে বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাজারের পণ্য।

অধ্যায়-৯ নারীর সুরক্ষা ও সম্মান

নারীর প্রতি অসম্মানের প্রধান কারণ হলো সেই সব লিঙ্গভিত্তিক স্টেরিওটাইপ যা নারীকে দুর্বল বা পুরুষের অধীনস্থ মনে করে। এই গোঁড়া মানসিকতা নারীর গতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতাকে ব্যাহত করে।সমাজে নারীকে পুরুষের চেয়ে দুর্বল ভাবা হয় যার কারণে নারী অর্থনৈতিক,সামাজিক,রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার।ইসলামের মূলনীতিগুলো নারীর সুরক্ষা ও সম্মান নিশ্চিত করতে চায়, তবে অনেক সময় সামাজিক বাস্তবতার কারণে বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে তা ব্যাহত হয়।

- ইসলামে নারীর কাজ করার অনুমতি আছে, তবে তা অবশ্যই পর্দা রক্ষা করে হতে হবে।আধুনিক সমাজে, পর্দা ও শালীনতার বিষয়টিকে প্রায়শই সমাজের নারী সুরক্ষার বিষয়গুলির সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়, যা একটি ভারসাম্যহীন দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, নারীর সুরক্ষা ও সম্মান নিশ্চিত করতে পর্দা ও শালীনতা দুটিই অপরিহার্য এবং এটি একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার অংশ। পর্দা শুধু পোশাকের বিষয় নয়, বরং এটি চারিত্রিক পবিত্রতা, সামাজিক শৃঙ্খলা ও মর্যাদার একটি সামগ্রিক বিধান যা ইসলামে নারীর আত্মসম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষার অন্যতম মাধ্যম। কুরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে এবং একে ফিতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচতে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়।তবে নারী কমিশনের দৃষ্টিতে নারী উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে পর্দাকে দেখা হয়।

অধ্যায়-১০ ধর্মের অপব্যাখ্যা

ধর্মের অপব্যাখ্যা একটি গুরুতর সমস্যা, এই সমস্যা দূর করতে কমিশনকে শরিয়াহ-এর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান, আইনের সংস্কার, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইনি সহায়তার মতো ভূমিকা পালন করতে হবে।

° আইন ও নীতিমালা সংস্কার : নারীর অধিকারকে সুরক্ষা দিতে শরিয়াহ-এর সঠিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিদ্যমান আইন ও নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংস্কার আনা উচিত, যা নারীর বৈধ অধিকার নিশ্চিত করবে।

°সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান: ইসলামিক শরিয়াহ-এর সঠিক ও মানবিক ব্যাখ্যা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যাতে ভুল ধারণা এবং অপব্যাখ্যার অবসান ঘটে।

অধ্যায়-১১ ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবাধিকার একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে, আইন সাধারণত ধর্মীয় অনুশাসনের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবাধিকারের নীতির উপর ভিত্তি করে। এই ধরনের আইনের প্রস্তাব সাধারণত লিঙ্গ, ধর্ম, এবং অন্যান্য সামাজিক পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য দূর করে আইনের অধীনে সকলের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে করা হয়। যাতে করে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ সমাজে সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করতে পারে।

অধ্যায়-১২ কমিশনের ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা

জাতীয় নারী কমিশন মূলত একটি পরামর্শমূলক সংস্থা। এর প্রধান কাজ হল নারী অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা। কিন্তু সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন, বাজেট, এবং শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো না থাকলে তা পর্যাপ্ত নয়। অন্যান্য অনেক শক্তিশালী কমিশনের মতো এর সরাসরি আইনি ক্ষমতা নেই। এর সুপারিশগুলি সরকারের উপর নির্ভর করে। কমিশন নারীদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন আইন, নীতি, এবং সামাজিক সংস্কারের সুপারিশ করে। যেমন, অভিন্ন পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার আইনে সমতা, এবং মাতৃত্বকালীন ছুটির মতো বিষয়গুলিতে সুপারিশ প্রদান করেছে।এটি সমাজে নারী নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করতে এবং নারীর অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে সাহায্য করে।সুপারিশগুলি বাস্তবায়ন করা বা না করা নির্ভর করে সরকারের নীতি, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, এবং পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের উপর। তাই, কেবল সুপারিশের মাধ্যমে নারী নির্যাতন ও বৈষম্য সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নয়।

অধ্যায়-১৩অভিন্ন পারিবারিক আইনের প্রস্তাব: বাংলাদেশ জাতীয় নারী কমিশন অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রবর্তনের সুপারিশ করে।যা মুসলিম পারিবারিক আইনের (বিবাহ, তালাক, মোহর) ধর্মীয় ভিত্তিকেই অস্বীকার করে। এই সুপারিশটি কমিশনের সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়, যা ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর কাছে অগ্রহণযোগ্য।

অধ্যায়-১৪আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের অভাব: কমিশন একা কাজ করতে পারে না। তাদের সুপারিশগুলো কার্যকর করতে আইন, স্বরাষ্ট্র ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে শক্তিশালী সমন্বয় প্রয়োজন, যা রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে প্রায়শই অনুপস্থিত থাকে।যার কারণে কমিশনে প্রস্তাবিত সুপারিশগুলো যথাযথ বাস্তবায়িত হয় না

অধ্যায়-১৫ কমিশনের প্রতীকি ব্যবহার সরকার নারী কমিশনকে কেবল আন্তর্জাতিক মহলে প্রগতিশীলতা প্রদর্শনের একটি প্রতীকী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে নানান জটিলতার কারণে তা সমাজে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করে। কমিশনের কিছু সুপারিশ দেশের সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের মূল্যবোধের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক হওয়ায়, মাঠ পর্যায়ে তা সামাজিক সমর্থন পায় না, যা বাস্তবায়নকে কঠিন করে তোলে।

মূল শিক্ষা ও প্রাপ্তি-

অতএব,আমরা বুঝতে পারলাম যে বাংলাদেশে নারী অধিকারের অগ্রগতিতে মূল বাধা হলো শরীয়াহ-ভিত্তিক মূল্যবোধ এবং সেক্যুলার সমানাধিকার নীতির মধ্যেকার আদর্শিক সংঘাত।জাতীয় নারী কমিশন যখন শরীয়াহ-এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্যের ধারণা উপেক্ষা করে পশ্চিমা 'সমানাধিকার'-এর ভিত্তিতে সুপারিশ করে, তখন সেই সুপারিশগুলো সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারায় আর ফলাফল স্বরূপ নারীর অধিকার যথাযথ আদায় হয় না।বাংলাদেশে নারী অধিকারের বাস্তব অগ্রগতি চাইলে আদর্শিক মেরুকরণ থেকে বেরিয়ে এসে সমন্বয়ের পথ খুঁজতে হবে। কার্যকর সমাধানের জন্য এমন নীতি তৈরি করা প্রয়োজন যা একদিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ড বজায় রাখবে, অন্যদিকে শরীয়াহ আইনের মূল উদ্দেশ্য (ন্যায়বিচার ও সুরক্ষা) এবং দেশের মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধকে সম্মান জানাবে।

উপসংহার:

এইগবেষণা প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে নারী অধিকারের অগ্রগতিতে মূল বাধা নীতি বা সম্পদের অভাব নয়, বরং আদর্শিক মেরুকরণ এবং এর ফলস্বরূপ সৃষ্ট রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা। তাই জাতীয় নারী কমিশনের সুপারিশগুলো পশ্চিমা সংস্কৃতির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল না হয়ে মুসলিম শরীয়াহ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরী।

তথ্যসূত্র:

কুরআন ও হাদীস,বাংলাদেশের আইন ও নীতি,নারী অধিকার সম্পর্কিত ইসলামিক বই।